যায়যায়দিন

তারিখ 26 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৫

খুলনা ইউনিভার্সিটি

শিক্ষা, গবেষণা আর সাফল্যে ১৭ বছরে পদার্পণ

খুলনা মহানগরী থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়ক সংলগ্ন ময়ূর নদীর পাশে এক মনোরম পরিবেশে গল্লামারীতে খুলনা ইউনিভার্সিটি অবস্থিত। এই ইউনিভার্সিটির মোট আয়তন ১০১.৩১৬ একর।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

খুলনা ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে জড়িয়ে আছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনগণের নিরলস প্রচেষ্টা ও দীর্ঘদিনের আন্দোলন। সম্ভবত খুলনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ সার্থক গণআন্দোলন দেশে আর কোনো ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার দাবিতে হয়নি। ১৯৭৪ সালে ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে খুলনা বিভাগে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে একটি ইউনিভার্সিটি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে সুপারিশ করা হয়। পরে ১৯৭৯ সালের ১০ নভেম্বর তৎকালীন সরকারের ক্যাবিনেটে খুলনায় একটি টেকনিকাল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ইউনিভার্সিটি স্থাপন এবং ইউনিভার্সিটি শিক্ষা সম্প্রসারণের বিষয়ে মঞ্জুরি কমিশন অধ্যাদেশ ৫(১)জি ধারা মতে খুলনা বিভাগে একটি নতুন ইউনিভার্সিটি স্থাপনের জন্য ১৯৮৩ সালে মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক সরকারের কাছে প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু ওই প্রস্তাব বাস্তবায়িত না হওয়ায় ১৯৮৩ সাল থেকে উচ্চ শিক্ষা বঞ্চিত এ অঞ্চলের মানুষ আন্দোলন গড়ে তোলে। গণআন্দোলনের মুখে ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে সরকার খুলনা বিভাগে একটি ইউনিভার্সিটি স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং ১৯৮৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর গল্লামারীতে খুলনা ইউনিভার্সিটি স্থাপনের চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৮৭ সালের ৪ জানুয়ারি গেজেটে খুলনা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠায় সরকারি সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। ১৯৮৯ সালের ৯ মার্চ তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ খুলনা ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনলজির (BUET) প্রফেসর ড. গোলাম রহমানকে এ ইউনিভার্সিটির প্রকল্প পরিচালক এবং পরে খুলনা ইউনিভার্সিটির প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

ইউনিভার্সিটি দিবস

১৯৮৯ সালের ৯ মার্চ খুলনা ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলেও ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর একাডেমিক কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া। শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর কারণেই মূলত ২৫ নভেম্বর খুলনা ইউনিভার্সিটি দিবস পালিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে মাত্র ৪টি ডিসিপ্লিনে ৮০ জন ছাত্র ছাত্রী নিয়ে খুলনা ইউনিভার্সিটির পথ চলা শুরু হয়। এরপর ২০০২ সালে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে পালিত হয় প্রথম খুলনা ইউনিভার্সিটি দিবস। একাডেমিক কার্যক্রমের এ আনুষ্ঠানিক যাত্রার ধারাবাহিকতায় ইতিমধ্যে ১৬ বছর পূর্ণ করে ১৭ বছরে পা দিল খুলনা ইউনিভার্সিটি।

শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠাকালের দিক থেকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে এর অবস্থান নবম। খুলনা ইউনিভার্সিটি একটি সাধারণ ইউনিভার্সিটি। তবে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এবং ভবিষ্যতের চাহিদার নিরিখে এখানে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনলজি বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আরবান অ্যান্ড রুরাল প্ল্যানিং, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স এবং বায়োটেকনলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিষয়ে দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স খুলনা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম চালু করা হয়। এছাড়া আর্কিটেকচার ও বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা কোর্স ঢাকার বাইরে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে প্রথম চালু হয়। বর্তমানে এ ইউনিভার্সিটিতে পাঁচটি স্কুলের অধীনে ১৬টি ডিসিপ্লিনে শিক্ষা ও রিসার্চ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্কুলের মধ্যে সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনলজি স্কুলের অধীনে রয়েছে আর্কিটেকচার, আরবান অ্যান্ড রুরাল প্ল্যানিং, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যাথমেটিক্স ডিসিপ্লিন। বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্কুলের অধীনে আছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন। লাইফ সায়েন্স স্কুলের অধীনে রয়েছে ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনলজি, ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনলজি, বায়োটেকনলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাগ্রোটেকনলজি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, ফার্মাসি ও সয়েল সায়েন্স ডিসিপ্লিন। সোশাল সায়েন্স স্কুলের অধীনে আছে ইকনমিক্স ও সোশিওলজি ডিসিপ্লিন এবং আর্টস ও হিউম্যানিটিস স্কুলের অধীনে রয়েছে ইংরেজি ডিসিপ্লিন। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে বুয়েটের পরই ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে খুলনা ইউনিভার্সিটিতে কোর্স ক্রেডিট পদ্ধতি চালু হয়। এ ইউনিভার্সিটি থেকে নিয়মিত ব্যাচেলর ডিগ্রি, ব্যাচেলর অফ অনার্স ডিগ্রি, মাস্টার্স ডিগ্রি, এমফিল এবং পিএইচডি দেয়া হয়। এছাড়া এমবিএ, একজিকিউটিভ এমবিএ, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইন ইনফরমেশন টেকনলজি, বিভিন্ন কমপিউটার অ্যাপলিকেশন কোর্স এবং মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্টারের অধীনে আইইএলটিএস, ইংরেজি, জাপানি, ফার্সি ও বাংলা ভাষা শিক্ষা কোর্স চালু রয়েছে।

অবকাঠামো

খুলনা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি একাডেমিক ভবন, দুটি প্রশাসনিক ভবন, ভাইস-চ্যান্সেলরের বাসভবন, তিনটি আবাসিক হল, মেডিকাল সেন্টার, অগ্রণী ব্যাংক শাখা, ডাকঘর, মসজিদ, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য নবনির্মিত বাসভবন। এ ইউনিভার্সিটির জন্য যে অবকাঠামো প্রয়োজন তা এখানে গড়ে ওঠেনি শুধু আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে। তবে ইতিমধ্যে শার্লি ইসলাম লাইব্রেরি ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ও তৃতীয় একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

'বাসন' নাটকের একটি দৃশ্যে ইউনিভার্সিটির থিয়েটার নিপুণের নাট্যশিল্পীরা

এক নজরে খুলনা ইউনিভার্সিটি

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন : ১৯৮৯ সালের ৯ মার্চ
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরম্ভ : ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর
স্কুল (অনুষদ) : ৫টি
ডিসিপ্লিন (বিভাগ) : ১৬টি
অবস্থান : খুলনা শহর থেকে তিন কিলোমিটার পশ্চিমে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে গল্লামারীতে
আয়তন : ১০১.৩১৬ একর
আবাসিক হল : তিনটি (দুটি ছাত্র হল, একটি ছাত্রী হল)
মোট শিক্ষার্থী : ৪,২৮৭ জন
বিদেশি শিক্ষার্থী : ৩৬ জন
শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা : ২৬৩ জন
কর্মকর্তা-কর্মচারী : পাচ শতাধিক
বিশেষ দিবস : ১৩ মার্চ খুলনা ইউনিভার্সিটির শোক দিবস, ২৫ নভেম্বর খুলনা ইউনিভার্সিটি দিবস
ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপনা : কটকা স্মৃতিস্তম্ভ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

জনবল : ইউনিভার্সিটির বর্তমান শিক্ষক সংখ্যা ২৬৩। ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৪ হাজার ২৮৭, এর মধ্যে বিদেশি ছাত্রছাত্রী ৩৬ জন। এছাড়া কর্মকর্তা ১৪৭ এবং কর্মচারী ২৪৫ জন রয়েছে।

স্কলারশিপ এবং রিসার্চ : আন্তর্জাতিক কোর্স ক্রেডিট সিস্টেম লেখাপড়া খুলনা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের দেশি-বিদেশি বিভিন্ন স্কলারশিপ প্রাপ্তিতে অনেকাংশেই এগিয়ে রাখছে। এছাড়া এ ইউনিভার্সিটির বেশির ভাগ ডিসিপ্লিনের (সাবজেক্ট) সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা সব ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। শিক্ষকরা বিশেষ করে নবীন শিক্ষকরা আমেরিকা, ইওরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উচ্চশিক্ষা ও রিসার্চের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় স্কলারশিপ পাচ্ছেন। দেশি-বিদেশি সংস্থার গবেষণা সহায়তাও বাড়ছে। এডুকেশন ও রিসার্চের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা, বিভিন্ন দেশের অ্যামবাসাডর ও উন্নত বিশ্বের বেশ কয়েকটি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার বিশেষজ্ঞ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, বিজ্ঞানী ও গবেষকরা খুলনা ইউনিভার্সিটি পরিদর্শন করেছেন। এসব দেশের মধ্যে ইনডিয়া, বৃটেন, ইরান, নরওয়ে ও থাইল্যান্ড অন্যতম। এসব দেশের সঙ্গে খুলনা ইউনিভার্সিটির যৌথ এডুকেশন ও রিসার্চ কার্যক্রম রয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের রিসার্চের সুযোগ বাড়াতে ইতিমধ্যে সেন্ট্রাল রিসার্চ সেন্টার (সিআরসি) স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য ২০ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া রিসার্চের জন্য ফিশারিজ অ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনলজি ডিসিপ্লিনের রিসার্চ পন্ড, ফরেস্ট্রি অ্যান্ড উড টেকনলজি ডিসিপ্লিনের রিসার্চ নার্সারি, অ্যাগ্রোটেকনলজি ডিসিপ্লিনের জার্ম প্লাজম সেন্টার, ফার্মাসি ডিসিপ্লিনের মেডিসিন গার্ডেন ব্যাপক সহায়তায় আসছে।

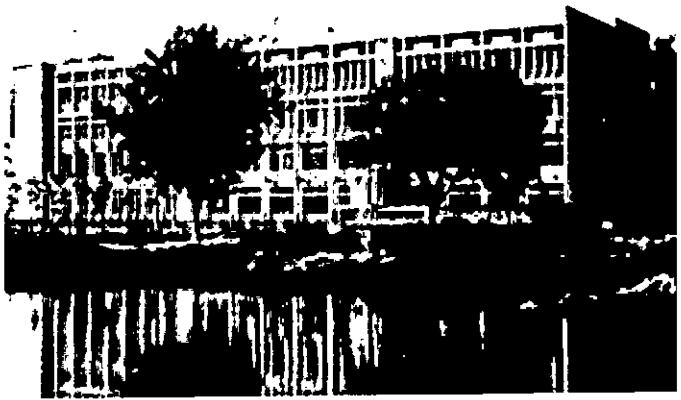

মনোরম পরিবেশে ইউনিভার্সিটির একাডেমিক ভবন

ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন

প্রতিটি আবাসিক হলসহ খুলনা ইউনিভার্সিটিতে আছে ইন্টারনেট সুবিধা। ক্যাম্পাসে ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক অপটিকাল ফাইবার সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীরা তথ্য প্রযুি আন্তর্জাতিক প্রবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয় সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকা বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায় কমপিউটার বিজ্ঞান ও কৌশল ডিসিপ্লি চালু হয়েছে পিজিডি-ইন-আইটি ল্যা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকরা পাঠদা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ অন্য আধুনিক মাধ্যম ব্যবহার করেন। এছ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয় খুলনা ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হ যাচ্ছে ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমে অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনল (আইআইসিটি)। ফলে কমপিটউটা বহুমুখী ব্যবহার তথা দেশে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ, জনশক্তি তৈরিতে সহায়তা করবে। বিশেষ করে ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শি কর্মকর্তা-কর্মচারী এমনকি ইউনিভার্সি বাইরের আগ্রহী যোগ্য ব্যক্তিদেরও মেয়াদি কোর্স বা ডিপ্লোমা প্রদ ইউনিভার্সিটিসহ অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠ সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসি প্রাইভেট বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে আইসিটি সহযোগিতা প্রদান, সফটওয়্যার তৈরি গবেষণামূলক কার্যক্রম জোরদার, দে আইসিটির উন্নয়নে সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন এ ইন্টারনেটসহ ইউনিভার্সিটির কমপিউ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষ সহায়তা তথা খুলনা ইউনিভার্সিটি তথ যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে আরো ধাপ এগিয়ে যাবে।

ভাইস চান্সেলর

নাম	কার্যকাল
প্রফেসর ড. গোলাম রহমান (প্রকল্প পরিচালক ও প্রথম ভিসি)	০১.০৮.১৯৮৯---২২.০৮.১৯৯
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ গোলাম আলী ফকির	২৩.০৮.১৯৯৩---২২.০৮.১৯৯
প্রফেসর ড. এস এম নজরুল ইসলাম	২৩.০৮.১৯৯৭---২২.০৮.২০০
প্রফেসর জাফর রেজা খান (ভারপ্রাপ্ত)	২৯.০৮.২০০১---১৮.১১.২০০১
প্রফেসর ড. এম আবদুল কাদির ভূইয়া	১৯.১১.২০০১---২০.০৩.২০০৫
প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান	২১.০৩.২০০৫---বর্তমান